জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত

বিভাগ/অধ্যায়ঃ সফরের ছালাত

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ মুযাফফর বিন মুহসিন

(২) ক্বছরের জন্য ৪৮ মাইল নির্ধারণ করা

(২) ক্বছরের জন্য ৪৮ মাইল নির্ধারণ করা :

হাদীছে কোন নির্দিষ্ট দূরত্বের কথা নেই। এক হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) তিন মাইল কিংবা তিন ফারসাখ বা ৯ মাইল যাওয়ার পর দুই রাক‘আত পড়তেন।[1] শুরাহবীল ইবনু সামত ১৭ বা ১৮ মাইল পর পড়তেন।[2] ইবনু ওমর ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) চার বুরদ বা ১৬ ফারসাখ অর্থাৎ ৪৮ মাইল অতিক্রম করলে ক্বছর করতেন।[3] নির্দিষ্ট কিছু বর্ণিত হয়নি। অতএব সফর হিসাবে গণ্য করা যায়, এরূপ সফরে বের হলে নিজ বাসস্থান থেকে বেরিয়ে কিছুদূর গেলেই ‘ক্বছর’ করা যায়।

عَنْ أَنَسٍ يَقُوْلُ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ الظُّهْرَ بِالْمَدِيْنَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.

আনাস (রাঃ) বলতেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে মদ্বীনায় যোহরের ছালাত চার রাক‘আত পড়েছি। আর যিল হুলায়ফা গিয়ে আছরের ছালাত দুই রাক‘আত পড়েছি।[4]

রাসূল (ছাঃ) একটানা ১৯ দিন ‘ক্বছর’ করেছেন।[5] অর্থাৎ যত দিন তিনি অবস্থান করেছেন, ততদিন ক্বছর করেছেন। তাই স্থায়ী না হওয়া পর্যন্ত ছালাত ক্বছর ও জমা করে পড়া যাবে। অনেক ছাহাবী দীর্ঘ দিন সফরে থাকলেও ক্বছর করতেন।[6] ছাহাবীগণ সফরে থাকা অবস্থায় ক্বছর করাকেই অগ্রাধিকার দিতেন।[7] অতএব সফরে ছালাতকে ক্বছর ও জমা করার সুন্নাতকে অবজ্ঞা করা যাবে না।

ফুটনোট

[1]. ছহীহ মুসলিম হা/১৬১৫, ১/২৪২ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৪৫৩)।

[2]. মুসলিম হা/১৬১৬, ১/২৪২ পৃঃ।

[3]. বুখারী ‘ক্বছর ছালাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪, ১/১৪৭ পৃঃ।

[4]. ছহীহ বুখারী হা/১০৮৯, ১/১৪৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/১০২৮, ২/২৮২ পৃঃ), ‘ক্বছর ছালাত’ অধ্যায়; ছহীহ মুসলিম হা/১৬১৪, ১/২৪২ পৃঃ।

[5]. বুখারী হা/১০৮১, ১/১৪৭ পৃঃ; মিশকাত হা/১৩৩৭।

[6]. মিরক্বাত ৩/২২১; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২১৩-১৪।

[7]. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উ ফাতাওয়া ২৪/৯৮; মিশকাত হা/১৩৪৭-৪৮ ।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=1952

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন